দৈনিক বাংলা

57

তারিখ 16 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় সশস্ত্র সংঘর্ষ, বৃষ্টির মত গুলীবর্ষণ এবং তাতে বহু ছাত্রের মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ঘটনা শুধু মর্মান্তিকই নয়, অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জকও বটে। গতকালের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত খবরে বলা হয়েছে, বুধবার ভোরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত একদল সশস্ত্র যুবকের হামলায় ৩০ জন ছাত্র আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১২ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। অপরদিকে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা দুটি সাটল ট্রেনেও ফতেহাবাদে সশস্ত্র যুবকরা হামলা চালায়। কোনো কোনো পত্রিকার বিবরণে ঘটনার ব্যাপকতা এবং আহতদের সংখ্যা আরও বেশি বলে উল্লিখিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, বিভিন্ন হলে এবং সন্নিহিত এলাকায় সন্ত্রাস, সশস্ত্র ছাত্র সংঘর্ষ এবং বন্দুক যুদ্ধ ও ব্যাপক বোমাবাজি আর তাতে বহুজনের মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার দুঃখজনক ঘটনা নতুন না হলেও, গত বুধবারের এই মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হলো এমন এক সময়ে যখন সন্ত্রাস ও ছাত্র সংঘর্ষের দরুণ এবং ভাইস চ্যান্সেলরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গ্রুপ ছাত্রকর্তৃক ভাইসচ্যান্সেলরের বাসভবনের অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়, পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। উল্লেখ্য, নানা অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক একসদস্য বিশিষ্ট বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন এবং উক্ত কমিশনের রিপোর্ট কিছুদিন আগে প্রকাশ করা সত্ত্বেও সেখানকার আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দলাদলি এবং মত পার্থক্যের কারণেই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস এবং ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাপক ও মারাত্মক সমস্যা-সংকট সৃষ্টি করে রেখেছে। অধিকাংশ তথা বৃহত্তমসংখ্যক শিক্ষার্থী সন্ত্রাস বিরোধী এবং লেখাপড়ায় আগ্রহী হলেও, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আদর্শগত বিরোধ এবং অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কোন্দল ও স্বার্থকে কেন্দ্র করে প্রায়শই সশস্ত্র সংঘর্ষ ও বন্দুক-যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার দরুণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হচ্ছে, আর এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুঃখজনক ইতিহাস ও সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের সন্ত্রাস ও উদ্ভূত পরিস্থিতির চারিত্র্য যে অনেকটাই রাজনৈতিক এবং দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্যোগ ও সহযোগিতা যে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য অপরিহার্য, এ সত্য নয়া গণতান্ত্রিক সরকার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলাদলি, পারস্পরিক দোষারোপ, ব্যাপক সন্ত্রাস ও ছাত্র সংঘর্ষের দরুণ এবং ভাইস চ্যান্সেলরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দীর্ঘ ছয়মাসেরও অধিককাল ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর আজও পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি হল না।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে-বিশেষতঃ সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষাঙ্গনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও সশস্ত্র ছাত্র-সংঘর্ষ শুধু শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর জন্যই নয়, সমগ্র জাতির এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্যই এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বৈরাচারী আমলের জের হিসাবে সৃষ্ট এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতাদর্শগত পার্থক্য ও নানা অশুভ প্রভাবের কারণে বিরাজমান এবং দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নয়া সরকারের সমস্ত কল্যাণকর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের পক্ষে হুমকিস্বরূপ শিক্ষাঙ্গণের এই সন্ত্রাস বন্ধের জন্যে কড়াকড়ি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি। গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য পুংখানুপুংখ আলোচনার মাধ্যমে একটি রিপোর্ট প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে যে পনেরো সদস্যবিশিষ্ট সংসদীয় কমিটি গঠন করেছেন, তার প্রত্যাশিত ভূমিকার কথা স্মরণে রেখেও এবং সে-ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও, আমরা সন্ত্রাস বন্ধে কড়াকড়ি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দিচ্ছি এ-কারণে যে, ইতিমধ্যেই এই অবাঞ্ছিত ও মারাত্মক পরিস্থিতির দরুণ এবং সন্ত্রাসী প্রবণতার কারণে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর বিপুল ক্ষতি হয়েছে; এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হবে।